

॥ श्रीमद्भगवद्गीता विवेचन सारसंक्षेप ॥

अध्याय 2: सांख्ययोग

2/6 (श्लोक 11-24), शनिवार, 27 मे 2023

ब्याख्याकार: गीता विशारद ड: सঞ্জय मालपाणी महाशय

ईউटीউव लिंक: https://youtu.be/S1M0YZI3_B0

जीवन ও মৃত্যুর উর্ধ্বে আত্মার সত্য

দীপ প্রজ্জ্বলন, প্রার্থনা ও গুরুবন্দনার মধ্য দিয়ে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটু উগ্রভাবে বুঝিয়ে বললেও অর্জুন বারবার বলতে থাকেন যে আমি যুদ্ধ করব না। অর্জুন বললেন, হে মাধব! গুরু দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্মের রক্ত-রঞ্জিত হাতে আমার জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সিংহাসনে আরোহণ আমি কীভাবে গ্রহণ করব এবং ক্ষমতার আনন্দ উপভোগ করব? গোবিন্দ, এটা কতটুকু সম্ভব হবে?

সাত নম্বর শ্লোকে অর্জুন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন-

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিচ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২.৭ ॥

অর্জুন বলেন হে মাধব! আমি আমার কর্তব্য ভুলে গেছি। আমি আমার অবস্থান ভুলে গেছি। কোনটা সম্ভব, কোনটা অনুচিত, এখন শুধু তুমিই পথ দেখাও। অর্জুন শুধুমাত্র যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য নন। তাদের মধ্যে সখ্যতা রয়েছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র, তাই ভগবান তাকে উচিত অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে অর্জুনের মার্গদর্শন করলেন।

2.11

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানব্রশোচস্বঃ(ম্), প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে

গতাসূনগতাসূঃশ্চ, নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান বললেন যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ ; কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। ১১ ॥

মাঝে মাঝে আমাদের মন পণ্ডিতের মত কথা বলে। আমাদের মন আমাদের বুদ্ধিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, পণ্ডিতদের মতো যুক্তিও দেয়। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুরূপ যুক্তি দিয়েছিলেন।

এই যুদ্ধে আমার নিজের হাতে আমার প্রিয়জনেরা নিহত হবে। আমার আমার বোনেরা বিধবা হবে। পিণ্ডদান করার জন্য আমাদের বংশে আর কেউ থাকবে না। গোটা হস্তিনাপুর পুরুষহীন হয়ে যাবে। তখন দুষ্ট লোকেরা আক্রমণ করবে। অর্জুন মাধবের কাছে অনুরূপ যুক্তিও উপস্থাপন করেছিলেন। অর্জুনের মনে আগে যে এইসব চিন্তা আসেনি তা নয়। এর আগেও তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সামনে এই দ্বিধা রেখেছিলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রিয়জনের সামনে দাঁড়ানোর আগে অর্জুন নিশ্চয়ই অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। অপরদিকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগেই এই ধ্বংস ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শান্তির দূত হয়ে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং সমস্ত সভাসদের সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যুদ্ধ শেষ বিকল্প। পাণ্ডবদের মাত্র পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দাও কিন্তু দুর্যোধন অহংকারে ভগবান যোগেশ্বরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দুর্যোধন অহংকারে বললেন – পাঁচটি গ্রাম তো দূরের কথা, আমি পাণ্ডবদের সূঁচের ডগার সমান জমিও দেব না। মূর্খ দুর্যোধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ দেখালেন। প্রত্যুত্তরে তাঁর সমগ্র বাহিনী হতবাক হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে ফিরে আসেন।

এই সব আগেও ঘটেছিল, কিন্তু অর্জুন তার পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য এবং তার ভাইদের সামনে দেখে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। এ সময় অর্জুন বিষাদগ্রস্ত, অশ্রুলোচনে বসে রইলেন। তাঁর গাঙ্গী বধনুক হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, অর্জুনের মনে নানা চিন্তা নিয়ে তার বুদ্ধির সাথে তর্ক শুরু হয়। অর্জুন এই যুক্তিগুলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে রাখেন। তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তুমি বড় পণ্ডিতদের মতো কথা বলছো। যারা দুঃখ পাওয়ার যোগ্য নয় তাদের জন্য তুমি দুঃখ করছো। যারা মারা গেছে এবং যারা এখনও মারা যায়নি তাদের কারও জন্য বিদ্বান লোকেরা শোক করে না। জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ তাদের চিন্তার বিষয় নয়। মৃত্যু অপরিবর্তনীয় সত্য; আসবেই, কেন মন খারাপ হবে কারণ মৃত্যুই জীবনের চিরন্তন সত্য। যারা বিদ্বান তারা যারা আসে এবং যায় তাদের জন্য দুঃখ করে না। জন্ম মৃত্যু প্রকৃতির বিষয়। হে পার্থ! তাদের জন্য দুঃখ করা তোমার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তুমি নিজেকে জ্ঞানী মনে করে তাদের জন্য শোক করছো, তুমি কি এনাদের মৃত্যুতে শোক করছো?

2.12

**ন ত্বেবাহং(ঞ)জাতু নাসং(ন্),ন ত্বং(ন্)নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ(স্), সর্বৈ বয়মতঃ(ফ্) পরম্ ॥12॥**

কোনো সময়ে আমি ছিলাম না বা তুমি ছিলে না অথবা এই রাজন্যবর্গ ছিল না, একথা ঠিক নয়। আর এর পরে আমি, তুমি এবং এই নৃপতিবৃন্দ—এরা সকলে থাকবে না তাও ঠিক নয় ॥ ১২ ॥

যোগেশ্বর শ্রী কৃষ্ণ বলেন, এমন নয় যে তুমি ছিলে না, আমি ছিলাম না বা এই রাজারা ছিলেন না। এর আগেও আমাদের অনেক জন্ম হয়েছে। তুমি এটা জানো না, কিন্তু আমি, তোমার সখা বাসুদেব কৃষ্ণ, সবই জানি। এটা এমন একটা নিয়ম যে আমরা যেরকম কর্ম করি, সেই অনুসারে আমরা যোনীলাভ করতে থাকি। সেজন্য শোক কিসের। আমাদের বাড়িতে কেউ মারা গেলে আমরা ভেতর থেকে খুব কষ্ট পাই। মানুষ মারা গেলে লোকজন বারো দিন অর্ধি দেখা করতে আসে। তারা পুরানো স্মৃতি তাজা করে এবং চলে যায়। সবাই কাঁদে। এটি একটি খুব বেদনাদায়ক পরিবেশে পরিণত হয় কিন্তু সময় অতিবাহিত হয়। সবাই যখন নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সেই কষ্টের অনুভূতিও কমে যায়, আরও কিছু সময় গেলে জীবন স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে, মানে কারো চলে যাওয়ার দুঃখ ধীরে ধীরে কমে যায়। কারণ দুঃখ এবং সুখ দুটোই অস্থায়ী। ঘুরতে যাওয়ার সুখ, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করার সুখ, এইরকম অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তির হতে পারে, কিন্তু ফিরে আসার পরে সেই সমস্ত জিনিস অর্থাৎ বাহ্যিক সুখের অনুভূতি, সেগুলি কেবল সেখানেই রয়ে যায়। বৃষ্টির সুখ, ভালো খাবার খাওয়ার সুখ, স্বাদের সুখ ইত্যাদি গভীরে যেতে পারে না। এই সমস্ত সুখের অনুভূতি কিছু সময় পর্যন্ত সীমিত থাকে। ভ্রমণ যে সুখ দিতে পারে কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত, কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিনের জন্য। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই নশ্বর।

আনন্দ চিরন্তন। আনন্দের বিপরীত শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। আজকে বাণ না চালালেও ওনাদের মৃত্যু আগে থেকে নিশ্চিত। তুমি শুধু নিমিত্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন-

**তস্মাৎ ত্বমুক্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩ ॥**

অর্জুন, এঁনারা সকলেই অতীতে মৃত, তুমি শুধু খ্যাতি লাভ কর। শুধু নিমিত্তমাত্র হয়ে কাজ করো। তুমি হত্যা না করলেও সবাই মারা যাবে, এঁনাদের ভাগ্য নির্ধারিত। এটি আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়, যেমন দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া বা হঠাৎ করে কেউ জায়গা পরিবর্তন করে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া।

2.13

**দেহিনোঽস্মিন্যথা দেহে, কৌমারং(য়ঁ) যৌবনং(ঞ) জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ(র), ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥2.13 ॥**

প্রত্যেক দেহধারীরই এই মনুষ্যদেহে যেমন বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়, প্রাপ্তিও হয়। ধীর ব্যক্তিগণ তাতে মোহগ্রস্ত হন না ॥ ১৩ ॥

শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, জীবনের গতিপথ ধৈর্যশীল মানুষকে বিচলিত করে না কারণ এটি প্রকৃতির নিয়ম। এর পরে, মৃত্যুর পরে, আত্মা একটি নতুন দেহ গ্রহণ করবে। ধৈর্যশীল মানুষ এ ব্যাপারে অবিচল থাকে। যে সত্য জানে সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যে, এই পরম্পরাটি মহাপুরুষ, ঋষি এবং ঋষিরা প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

আলাউদ্দিন খিলজি যখন রাজস্থান আক্রমণ করে এবং পদ্মিনীকে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন রানী পদ্মিনী হাজার হাজার নারীর সাথে জওহর করেন; নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। আগুনের ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজকে অনেক অত্যাচার করেছিলো এবং তাকে ধর্মান্তরিত করার অনেক চেষ্টা করেছিলো, সম্ভাজি মহারাজ মাথা নত করেননি। তাকে অনেক অত্যাচার করা হলেও তিনি দমে যাননি। সন্তাসীরা বারবার জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম কবুল হয় কিনা বলো, কিন্তু ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজ তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হননি, মাথা নত করেননি, ভেঙে পড়েননি। অত্যাচারের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমাদের গৌরবময় ইতিহাস এমন অনেক মহাপুরুষের উদাহরণে পরিপূর্ণ যারা তাদের পথ থেকে পড়ে না গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা বেছে নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু হাসিমুখে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন - আমি আবার আসব। মাতৃভূমির সেবায় তাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হয়নি। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দুই বড় ছেলে অজিত সিং এবং জুজর সিং দুর্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। দুই ছোট শিশু জোরওয়ার সিং এবং ফতেহ সিংও একই পথে চলছিল। এই দুই ছেলেই তাদের দাদী গুজরি দেবীর সাথে ধরা পড়ে। দাদির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কোরানে লেখা আছে ছোট শিশুদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না বলেও ব্যাখ্যা করেছেন কাজী। দাদী গুজরী দেবী সারারাত বীরত্বের গল্প বলতে থাকেন। তোমরা মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না ছেলে। তাদের যখন বলা হলো যে ইসলাম কবুল করলে তোমাদের রাজা বানিয়ে দেবো। তারা উত্তর দিয়েছিল যে আমরা সিংহাসন চাই না। নিষ্ঠুর শাসক বাচ্চাদের জীবন্ত জীবন্ত কবর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। শিশুরা হাসতে হাসতে শহীদ হয়েছিলো, বাইরে দাঁড়িয়ে মানুষ কাঁদছিলো আর দুটি ছোট শিশু হাসতে হাসতে নির্ভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলো।

2.14

**মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়, শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ
আগমাপায়িনোঽনিত্যঃ(স), তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥১৪॥**

হে কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যার জ্ঞান হয় সেইসকল জড়বস্তু শীত (অনুকূল) এবং উষ্ণ (প্রতিকূল) ভাবনানুযায়ী সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং তা অনিত্য। তাই হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন, তুমি এগুলিকে সহ্য করো ॥ ১৪ ॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে কুন্তীনন্দন! সুখ-দুঃখ, শীতোষ্ণ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী। হে ভারত! এসব সহ্য করুন, যেমন গঙ্গার শীতল জলে ডুব দিলে প্রথমে জল খুব ঠান্ডা লাগে, তারপর কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গরম লাগতে শুরু করে। এর অর্থ হল এটি এমন একটি অবস্থা যা কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। একইভাবে মৃতদেহের আসা-যাওয়া একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র। হে অর্জুন! মন খারাপ করো না।

2.15

**য়ং(ম) হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে, পুরুষং(ম) পুরুষর্ষভ
সমদুঃখসুখং(ন্) ধীরং(ম), সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥১৫॥**

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সুখ-দুঃখে সমভাবে হিত যে ধীর ব্যক্তিকে এই বিষয়স্পর্শজনিত সুখ-দুঃখ বিচলিত করে না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন অর্থাৎ তিনি অমর হন। ১৫ ॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, সুখে-দুঃখে সমান এমন মানুষকে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বিচলিত করতে পারে না। সে নির্ভীক হয়ে ওঠে। হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তিনি মৃত্যুকে নতুন পোশাক পাওয়ার মতো অনুভব করেন। জীবন অস্থায়ী, এটি কয়েক মুহূর্তের একটি রঙ্গমঞ্চ, এটি নিয়ে চিন্তা করা বৃথা।

2.16

**নাসতো বিদ্যতে ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ(স), ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬॥**

অসৎ বস্তুর ভাব (অস্তিত্ব) নেই এবং সৎ বস্তুর অনস্তিত্ব নেই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ এই দুটিরই পরিণতি অর্থাৎ এ দুটিকে তত্ত্বত দেখেছেন অর্থাৎ অনুভব করেছেন ॥ ১৬ ॥

মৃত্যু ও জন্মের চূড়ান্ত সত্য কি? দেহ নশ্বর এবং আত্মা অমর। শরীর বদলাতেই থাকবে, তার মানে আত্মার ওপর আরও কাজ করতে হবে। সেই আত্মা যেন শুদ্ধভাবে মুক্তি পায়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। মন যদি আত্মার সাথে লেগে থাকে এবং অহং আমাদের বুদ্ধির সাথে লেগে থাকে, তাহলে পুনর্জন্ম হতে বাধ্য। এই দুঃখ, বেদনা, এই সমস্ত কাঁটা দূর হবে, তখনই এই মন মুক্ত হবে। জ্ঞানীরা মৃত্যুতে শোক করে না। তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। এ পৃথিবী কারো জন্য থেমে থাকেনি; অনেক রাজা এসেছেন, চলে গেছেন। পুরনোরা যায়, নতুনরা আসে। এই চক্র চলতে থাকবে তাই চিন্তা করার দরকার নেই। স্থির হয়ে মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়।

দেখা যায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকা ব্যক্তিরোও পরিবারের সদস্যদের অনেক কিছু বুঝিয়ে থাকেন; তাদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে দেখা যায়। কখনো সম্পদ বণ্টন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা সারা জীবন খুব ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে ভাবতে থাকি। জীবন তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরের বিষয়। আগামী সাত প্রজন্মের জন্য ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের পরজন্মের ব্যবস্থা বাদ পড়ে যায়। কিছুতেই সময় বের করতে পারি না। সেজন্য অসত্যের অনুপস্থিতির পাশাপাশি সত্যের অনুপস্থিতিও রয়েছে। দার্শনিক মহাপুরুষরা তাদের উভয়ের সারমর্ম জেনেছেন। এই দেহ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। পঞ্চমহাভূতের তৈরি এই দেহটি এই পঞ্চমহাভূতে বিলীন হয়ে যাবে। মাটির তৈরি মাটিতেই মিশে যাবে, এটা নিশ্চিত। শরীরের সত্তার শতাংশ জল দিয়ে তৈরি যার বাষ্প হয়ে মিশে যাবে, অস্থি মিশবে জলে,

আকাশের উপাদান আকাশে বিলীন হবে আর আগুনে মিশে যাবে আগুনের উপাদান। তাই জ্ঞানীরা এ নিয়ে চিন্তিত নন।

2.17

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি, যেন সর্বমিদং(ন্) ততম্ বিনাশমব্যয়স্যাস্য, ন কচ্চিত্ত্বকর্তুমর্হতি॥17॥

অবিনাশী বলে তাঁকেই জানবে, যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এই অবিনাশীর বিনাশ কেউই করতে পারে না। ১৭ ॥

হে অর্জুন! যা অবিনশ্বর, যার দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত, তাঁকে তুমি জেনে নাও। সেই অবিনশ্বরকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তিনি পরমাত্মা, তিনি অবিনশ্বর; তাঁর বিনাশ হয় না। বাকি সবই অস্থায়ী; কখনো আসবে আবার কখনো যাবে; এই চক্র চলতেই থাকবে। হে অর্জুন! তুমি জানো যে তিনি অমর এবং তুমি সেই অমর পরম পিতার পুত্র, তুমি সেই পরমাত্মার একটি ক্ষুদ্র অংশ, একটি আত্মা। তুমি আত্মা এবং এই দেহ ধ্বংসশীল; এটি একদিন নাশ হয়ে যাবে এবং আত্মা অবিনশ্বর।

2.18

অন্তবন্ত ইমে দেহা, নিত্যস্যোক্তাঃ(শ্) শরীরিণঃ অনাশিনোঃপ্রমেয়স্য, তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥18॥

অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্যহিত শরীরীর (জীবাত্মার) আশ্রিত এই দেহকে নশ্বর বলা হয়েছে। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো (স্বধর্মের পালন করো)। ১৮ ॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! যুদ্ধ করতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাদের মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত তারা এই যুদ্ধে মারা যাবে। এই সমস্ত দেহ শেষ হতে চলেছে; তাদের শেষ নিশ্চিত, তার মানে এই দেহ শেষ হতে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন! সমস্ত দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ কর। তোমায় যুদ্ধ করতে হবে।

2.19

য় এনং(বঁ) বেত্তি হন্তারং(য়ঁ), যশৈচনং(ম্) মন্যতে হতম্ । উভৌ তৌ ন বিজানীতো, নায়ং(ম্) হন্তি ন হন্যতে॥2.19॥

যিনি এই আত্মাকে হত্যাকারী মনে করেন অথবা যিনি ঐকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; কারণ এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে কাউকে হত্যা করেন না এবং কারো দ্বারা হতও হন না। ১৯

শরীরী অর্থাৎ দেহে অবস্থিত আত্মা কাউকে হত্যা করে না এবং নিজেও নিহত হয় না। হে অর্জুন! তুমি কাউকে হত্যা করছো না। তুমি শুধু তীর নিক্ষেপ করছো। তার মৃত্যু পূর্ব নির্ধারিত। তার সময় না এলে তীর ছুড়ে মারার পরও হয়তো সে মারা যাবে না। অনেক সময় আমরা এমন ঘটনা দেখতে পাই যে একজন গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। একজন গীতা-পণ্ডিত ভদ্রলোকের জীবনের সত্য ঘটনা হল, ডাকাতদের হাতে গুরুতর আহত হওয়ার পরেও তিনি ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেয়েছিলেন। তার জন্য সবকিছুই যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়েছিল। যে শহরে এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে চিকিৎসার সম্ভাবনা না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাকে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভদ্রলোক যখন চোখ খুললেন, তিনি নিজেকে হাসপাতালে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি খুব বাজেভাবে আহত হয়েছি কিনা, তার ডাক্তারের উত্তর ছিল: আঘাত গুরুতর ছিল, কিন্তু হত্যাকারীর চেয়ে ত্রাতা বড়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্,
 নায়ং(ম্) ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
 অজো নিত্যঃ(শ্) শাস্বতোঽয়ং(ম্) পুরাণো,
 ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥20॥

এই আত্মা কখনও জন্মান না বা মরেনও না এবং আত্মার অস্তিত্ব উপস্থিতসাপেক্ষ নয়, কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন ; শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। ২০

यह आत्मा शरीरी कहलाता है जो कि शरीर में रहती है। यह शाश्वत है न जन्मती है न मरती है। यह अनादि है। शरीर पञ्चमहाभूतों में विलीन हो जाता है परन्तु आत्मा अमर है। अर्जुन शोक कर रहे थे, उनके लिए जिनका जीवन समाप्त होने वाला है, इसलिए भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में ज्ञान दे रहे थे।

এই আত্মাকে বলা হয় শরীরী যা দেহে থাকে। এটা শাস্বত, জন্মায়ও না মরেও না। এটা চিরন্তন। দেহ পঞ্চমহাভূতে বিলীন হয় কিন্তু আত্মা অমর। যাদের জীবন শেষ হতে চলেছে, অর্জুন তাদের জন্য শোক করছিলেন তাই ভগবান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে আলোকিত করছিলেন।

বেদাবিনাশিনং(ন্) নিত্যং(য়্), য় এনমজমব্যয়ম্।
 কথং(ম্) স পুরুষঃ(ফ্) পার্থ, কং(ঙ্) ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥2.21 ॥

হে পার্থ ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাকেও হত্যা করবেন বা করাবেন ? ২১

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পরমপিতা পরমাত্মা অবিনশ্বর, তাঁর অংশ এই আত্মার কোন ক্ষয় সম্ভব না। অর্জুন, তাহলে এই দেহটি কাকে বধ করবে এবং কিভাবেই বা এর হত্যা করতে পারে; এটা অসম্ভব।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
 নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
 তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
 ন্যন্যানি সংয়াতি নবানি দেহী ॥22 ॥

যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা পুরাণো শরীরগুলিকে ত্যাগ করে অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। ২২

শরীর পরিবর্তিত হতে থাকে। যেভাবে আমরা পুরানো কাপড় পরিত্যাগ করি এবং নতুন পরিধান করি, সেভাবেই আত্মা শরীর বদলায়। এটা শুধুমাত্র জামাকাপড় পরিবর্তনের ন্যায় স্থিতি। এই কথাটা বুঝলে, সারমর্মটা পুরোপুরি বুঝতে পারব, তাহলে মৃত্যুর ভয়ও শেষ হয়ে যাবে।

নৈনং(ঞ)ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং(ন্) দহতি পাবকঃ ন চৈনং(ঙ) ক্লেদয়ন্ত্যাপো, ন শোষয়তি মারুতঃ ॥23 ॥

শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি দক্ষ করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু ঐকে শুষ্ক করতে পারে না। ২৩

গত সত্রে আমাদের শরীরকে পরিধেয় বস্ত্রের সাথে তুলনা করার পর ভগবান বলছেন যে আত্মা নিত্য (চিরস্থায়ী)। তরবারির আঘাতে ইহাকে খন্ডন করা যায়না, অগ্নি ইহাকে দক্ষ করতে পারেনা, জলে ইহা সিক্ত হয়না এবং বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হয়না। আমাদের শরীর পঞ্চভূতে তৈরী- জল, বায়ু, মাটি, অগ্নি ও আকাশ। শরীর এবং আত্মা সম্বন্ধীয় মৌলিক উপাদান হিসেবে আকাশকে গ্রহণ করা হয়নি কারণ এটি বাস্তব নয়। আত্মার উপর এই মৌলিক উপাদানগুলির কোন প্রভাব পড়েনা।

আত্মা নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী। যার আদি নেই অন্ত নেই। জন্ম-মৃত্যুর কালচক্রে আত্মার বন্ধন জীবের শরীরে তাই একে জীবাত্মা বলে। মৃত্যুর পর জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। জীবাত্মারা থেকে আত্মা হওয়ার এই ক্রিয়াকে 'মুক্তি' অথবা 'মোক্ষ' বলা হয়। আমাদের এই স্থূল শরীর জীবাত্মার আধার। মৃত্যু হচ্ছে জীবাত্মার এক শরীর থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় বিলীন হওয়ার একটি ক্রিয়া।

2.24

অচ্ছেদ্যোঃ সয়মদাহ্যোঃ সয়ম্ , অক্লেদ্যোঃ শোষ্য এব চ নিত্যঃ(স্) সর্বগতঃ(স্) স্থাণু(র্), অচলোঃ সয়ং(ম্) সনাতনঃ ॥24 ॥

কারণ এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য এবং নিত্য, সর্বব্যাপী, অচল, স্থির ও সনাতন। ২৪

ভগবান বলছেন মানুষ আত্মাকে বুঝার চেষ্টা করে এবং ইহাকে শরীরের ভিতর একটি আলো হিসাবে বর্ণনা করে। আত্মার বিষয়ে শারীরিক বর্ণনা বা আমাদের উপলব্ধি যাই হোক না কেন, মূলত সবই ভুল। কারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির পরিসীমা যতটুকু, আমাদের কল্পনার পরিধিও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হৃদয়ঙ্গম না করা কোন বিষয়ের বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত।

উপরন্তু আত্মা নিরাকার এবং প্রাকৃতিক উপাদান সমূহ দ্বারা অস্পৃশ্য। এটি সময় এবং মহাকাশের উর্ধ্বে, চিরন্তন, অপরিবর্তনশীল ও অচল। উদাহরণ স্বরূপ 'কিসরি' নামের একটি নতুন শব্দ যদি উল্লেখ করা হয়, আমরা সেটির অর্থ না জানার জন্য সেটি বুঝতেও পারিনা অথবা ঐ নামের সাথে কোন কিছু চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হই। আত্মার ক্ষেত্রে সেই একই পরিস্থিতি। সুতরাং যে বিষয়টি অজানা তা নিয়ে অহেতুক চিন্তিত এবং দুঃখিত কেন? কারণ এটি অর্থহীন সাধনা।

আত্মাকে না কাটা যায় না পোড়ানো যায়। যা দাহ হয় তা পঞ্চভূত গঠিত শরীর, দাহকর্ম শেষে তা পঞ্চভূতে মিলিত হয়। আত্মা অবধ্য। তাকে পোড়ানো সম্ভব নয়। ভেজানো সম্ভব নয়। শুকানোও সম্ভব নয়। আত্মা অনাদি, সনাতন। সর্ব রূপে পরিপূর্ণ। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে অর্জুন! তোমার শোক করার কোনো কারণ নেই। তোমার গুরু, পিতামহ, প্রপিতামহ, বন্ধু সকলের মাত্র শরীর সমাপ্ত হবে। আত্মা অজর, অবিনাশী।

বিবেচন সত্র সমাপ্ত করে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নকর্তা: শৈলজা দিদি

প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে যাঁরা আগেই মৃত, তাদের মারতে সংকোচ কেন করছো ? তাহলে আমরা আত্মহত্যাকে পাপ নজরে কেন দেখি?

উত্তর: দুটি আলাদা বিষয়। অপরের দ্বারা হত্যা পূর্ব নিশ্চিত হতে পারে কিন্তু আত্মহত্যা নিজের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে শরীর শেষ করে দেওয়া সবসময়ে অনুচিত। আত্মহত্যা ক্ষণিক বিচারের ফল। মনে বার বার মোর যাওয়ার কথা, সব কিছু শেষ করে দেওয়ার কথা উঠতে থাকে। ক্ষনিকের ঝড় মনের মধ্যে। এটা ঈশ্বরদত্ত শরীরকে অপমান করার সমান। বিবেকহীনতাকে নরকের দ্বার বলেছেন ভগবান। প্রত্যেক নাকারাত্মক বিচার মানে বিবেকহীনতার পথে এক এক পা অগ্রসর হওয়া। ক্রোধেও আমরা বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। আত্মহত্যাও ক্রোধের মতো ঘাতক কারণ দুই স্থিতিতেই আমরা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি হারাই। ভগবান বলেছেন কাম, ক্রোধ, লোভ নারাকের তিন দ্বার। ভগবান বলেছেন বিবেকহীন হয়ো না। আত্মহত্যা করা বিবেক হারানোর সমান। তাই আত্মহত্যা মহাপাপ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬.২১॥

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে প্রার্থনা ও সংকীর্ণনের মাধ্যমে আজকের সত্র সমাপ্ত হলো।



আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

<https://vivechan.learngeeta.com/feedback/>

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!

আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!

সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!

আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

<https://gift.learngeeta.com/>

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

<https://vivechan.learngeeta.com/>

॥ গীতা পড়ুন, পড়ান, জীবনে গ্রহণ করুন ॥

॥ ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥